দৈনিক জনকণ্ঠ

JAN. 03 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থস্বত্ব

রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রন্থস্বত্ব এখন আর বিশ্বভারতীর হাতে নেই। পহেলা জানুয়ারি থেকে বিশ্বকবির রচনাবলী, সঙ্গীত ও স্বরলিপি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। খবরে জানা যায়, ভারতের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী বলেছেন, রবীন্দ্র সাহিত্যকর্ম ও সঙ্গীত বিশ্বভারতীর স্বত্বাধীন রাখার কারণে তা সর্বসাধারণের কাছে পৌছতে পারছে না। রবীন্দ্রনাথকে সর্বসাধারণের কাছে পৌছে দিতেই এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থস্বত্বের সবকিছু দিয়ে গিয়েছিলেন বিশ্বভারতী নামক সংস্থাটির হাতে। কোন লেখকের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর তাঁর রচনাকর্মের ওপর একচেটিয়া কারও স্বত্ব থাকতে পারে না, তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। গ্রন্থস্বত্ব সংক্রান্ত বার্ন কনভেনশনের বিধি এটাই। এই কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোকে এই বিধি মেনে চলতে হয়। এই বিধি অনুযায়ী দশ বছর আগেই, ১৯৯১ সালে রবীন্দ্র রচনাবলীস্বত্ব সবার জন্য উন্মুক্ত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেবার ভারত সরকার বিশ্বভারতীর ওপর এই স্বত্বের মেয়াদ আরও দশ বছর বাড়িয়ে দেয়। সেবার পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্বয়ং ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওকে এজন্য বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এবারও বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ফল হয়নি। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থস্বত্ব এখন উন্মুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশা থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত তাঁর বইপত্র প্রকাশ করে এসেছে বিশ্বভারতী। গানসহ তাঁর অন্যান্য রচনাকর্ম সংরক্ষণ ও প্রকাশের এবং এ সবের শুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্ব ছিল তাদের ওপর। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বইয়ের সঙ্গেই এতদিন পরিচয় ছিল সবার। বিশ্বভারতী সব সময় বিশেষ এক ধরন ও রুচিমাফিক বিশ্বকবির বই প্রকাশ করত। রবীন্দ্রনাথের বই বলতে বিশ্বভারতীর এই বইয়ের চেহারাই মানুষের মনে আসে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ অবশ্য এতকাল যথাযথ মানসম্পন্ন করে রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি বই প্রকাশ করেছে। প্রতিটি বইয়ের ক্ষেত্রে তারা রেখেছে উন্নত রুচির ছাপ, তাদের প্রকাশিত বই বলতে গেলে সম্পূর্ণ নিখুঁত। রবীন্দ্ররুচির পরিচয়ই পাওয়া গেছে বইগুলোর মধ্যে।

কিন্তু সে পালা এখন শেষ। রবীন্দ্র রচনার সকল স্বত্ব এখন সবার। কপিরাইট আইন অনুযায়ী এখন এ ব্যাপারে কারও বিশেষ একচেটিয়া অধিকার নেই। যুগের বদল হয়েছে। এখন এভাবে একচেটিয়া স্বত্ব দখলের ব্যাপার কোথাও নেই। কপিরাইট আইনেও এখন কেউ এই স্বত্ব দখলে রাখতে পারে না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্র রচনা এখন উন্মুক্ত সবার জন্য। বিশ্বের সব লেখকের ব্যাপারেও এমনই হয়েছে। টলস্টয়, শেক্সপিয়র, গোর্কি, দান্তে, মাইকেল, শরৎচন্দ্র– সবার বেলাতেই একই কথা। সুতরাং কপিরাইট আইন অনুযায়ী যা হবার তাই হয়েছে। এটাকে স্বাভাবিক বলেই ধরা উচিত।

বোঝাই যায়, রবীন্দ্র রচনা এখন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জনে প্রকাশ করবে এবং অধিকসংখ্যক মানুষের হাতে পৌছবে সেসব। কোন কোন প্রকাশনার মানও হয়ত অতীতের চাইতে অনেক বেশি উন্নত হবে। এখন গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে বহু উন্নত প্রযুক্তি এসেছে। এ ছাড়াও রবীন্দ্র রচনা প্রকাশের ক্ষেত্রে এমন অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে, যাতে কে কত সুন্দর ও সস্তায় তাঁর বই পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলবে। কারণ রবীন্দ্রনাথ এখনও জনপ্রিয়, তাঁর রচনার পাঠক তথা ক্রেতা আছে, এককথায় আছে তাঁর বাজার।

এতকাল বিশ্বভারতীর বই আমাদের দেশে আমদানি হয়েছে, এখানকার পাঠকরা সেসব কিনেছেন, আবার এখান থেকেও তাঁর বেশকিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। এখন আর কোন বাধা যেহেতু থাকল না, তাই এখন আমাদের দেশেও রবীন্দ্রনাথের রচনা হয়ত প্রকাশিত হবে আরও বেশি। রবীন্দ্রনাথের রচনাকর্ম সকলের। সবার হাতে সহজে সুলভে তা পৌছাক, এটা চাইবে সবাই। তবে তাঁর যেকোন রচনাকর্ম যথাযথ মানসম্পন্ন, রুচিসম্মত এবং নির্ভুলভাবে প্রকাশিত হোক– থাকবে এই প্রত্যাশা। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসহ তাঁর সারা জীবনে যে জিনিসটির বিশেষ চর্চা করে গেছেন, সেটা উন্নত রুচি ও সৌন্দর্যবোধ। বই প্রকাশই হোক, কি গান গাওয়াই হোক–এই রুচির মাধ্যমে তাঁর রচনাকর্ম যাতে সাধারণ মানুষের হাতে পৌছায়, সেটাই নিশ্চিত করা এখন দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে তাঁদের সবার, যাঁরা যুক্ত হবেন এ সবের সঙ্গে।